Pediatric Nephrology Support Center

Bangladesh

Pediatric Nephrology Support Center

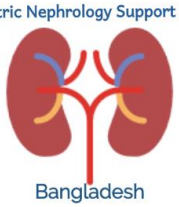

Bangladesh

অপরিণত, কম ওজনের নবজাতক ও দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগ

গর্ভকালীন মায়ের এবং বাচ্চার বিভিন্ন জটিলতা থাকার কারনে প্রায় সময়েই ৩৭ সপ্তাহ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে ডেলিভারি করাতে হয়। নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের কল্যাণে অপরিণত, কম ওজন নবজাতক মৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় বেশ কম।কিন্তু বেড়ে গেছে দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন জটিল রোগ।এগুলোর মধ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী (AKI & CKD) কিডনি রোগ অন্যতম ।নবজাত্ক পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী কিডনি রোগের হার শতকরা ১০-৩০ ভাগ এবং মৃত্যুহার ১০-৬১%।গর্ভকালীন ৩৭ সপ্তাহ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কোন নবজাতকের জন্ম হয় তাদেরকে বলা হয় অপরিণত শিশু ।জন্মকালীন কোন নবজাতকের ওজন যদি ২.৫ কেজির কম হয় তাদের বলা হয় কম ওজন।

কারনঃ

- গর্ভাবস্থার ৫ম সপ্তাহ থেকে কিডনি টিস্যু গঠণ প্রক্রিয়া শুরু হলেও ২৭ থেকে ৩৭ সপ্তাহ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ।এই সময় শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি টিস্যু গঠিত হয়।সুতরাং ৩৭ সপ্তাহের পূর্বে কোন শিশুর জন্ম হলে স্বাভাবিকের তুলনায় কিডনি টিস্যু কম থাকে ।
- বিভিন্ন গবেষণায় প্রমানিত, অপরিণত শিশুদের ১০ বছরের পূর্বে কিডনি রোগের সম্ভাবনা পরিণত শিশুদের তুলনায় ৫ গুন বেশি।
- কম ওজনের শিশুদের ভবিষ্যৎ কিডনি রোগের সম্ভাবনা স্বাভাবিকের তুলনায় ৭০ ভাগ বেশি।
- যদি কিডনির কোন জন্মগত সমস্যা থাকে এই সম্ভাবনা বেড়ে ২০ গুন পর্যন্ত হতে পারে।

অন্যান্য বিপদজনক কারনঃ

বাচ্চা দেরী করলে কান্না করলে

জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী কিডনি রোগ

কিডনির জন্য বিপদজনক এমন কোন ড্রাগ ব্যবহার করলে

প্রাথমিক লক্ষণঃ

প্রস্রাবের সাথে প্রোটিন যাওয়া

রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া

- করনীয়ঃ

নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা

প্রয়োজন মত প্রস্রাব পরীক্ষা করা

ঔষধ ব্যবহারে সতর্ক হওয়া

অপরিণত কম ওজনের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ ও প্রসাব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে রোগ নির্ণয় করতে পারলে দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ডাঃ এ এইচ এম মুসলিমা আক্তার
এম বি বি এস, এম ডি (শিশু কিডনি)
সহকারি অধ্যাপক
প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কিশোরগঞ্জ